শ্রীমৎসমতটেশ্বর শ্রীধারণ রাতের কৈলান তাম্রশাসনের পাঠ পর্যালোচনা ও বিষয়বস্তু

মোঃ আদনান আরিফ সালিম *

সারসংক্ষেপ

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমতট অঞ্চলে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে রাত বংশীয় রাজাদের নাম বলা যায়। তাদের সম্পর্কে গবেষণা করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উৎস হিসেবে শ্রীধারণ রাতের কৈলান তাম্রশাসনটি গুরুত্বপূর্ণ। কুমিল্লা থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটারের দূরত্বে অবস্থিত কৈলান গ্রাম থেকে প্রাপ্ত এ তাম্রশাসনের সঙ্গে লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসনের অনেক মিল রয়েছে। ১৯৪৬ সালের দিকে সর্বপ্রথম দীনেশচন্দ্র সরকার ও পরবর্তীকালে নলিনীকান্ত ভট্টশালীসহ এবং আরও অনেকে এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার কলে সমতট সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য দৃষ্টিগোচরে আসে। এখানে প্রাচীন সমতট নিয়ে নানা বিষয়ের উল্লেখ থাকলেও সেখানকার শাসক হিসেবে রাতদের নিয়ে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করতে দেখা যায়নি। তবে তাম্রশাসনের ভাষ্যমতে রাত বংশের দ্বিতীয় শাসক হিসেবে শ্রীধারণ রাত তার অষ্টম রাজ্যাঙ্কে তথা রাজত্বের অষ্টম বছরে এই তাম্রশাসন জারি করেছিলেন। এই তাম্রশাসনের মাধ্যমে তিনি জনহিতকর কাজে ২৫ পাটক ভূমিদান করেন। সবমিলিয়ে এই তাম্রশাসনের প্রথম পিঠে ২৮ লাইন এবং দ্বিতীয় পিঠে ২১ লাইন লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে শ্রীধারণ রাতের কৈলান তাম্রশাসনের বিষয়বস্তু থেকে রাতদের সম্পর্কে নানা ধারণার বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কৃত পাঠ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ ঃ তাম্রশাসন, শিলালিপি, সমতট।

ভূমিকা

রাত বংশীয় দ্বিতীয় শাসক শ্রীধারণ রাত তাঁর অষ্টম রাজ্যাঙ্ক তথা রাজত্বের অষ্টম বছরে এসে কৈলান তাম্রশাসন জারি করেছিলেন। এখানে রাত শাসকদের বংশপরিচয় কিংবা শাসন সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা না হলেও প্রাচীন সমতট সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তথ্য উদ্ধারের সুযোগ রয়েছে। শ্রীধারণ রাত তাঁর রাজত্বের অষ্টম বছরে রাজধানী দেবপর্বত থেকে তাম্রশাসনটি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে জনহিতকর কাজে ২৫ পাটক ভূমি দান করা হয়েছিল। এই ভূমি তখনকার বহুল পরিচিত গুপ্তিনাটন ও পটল্যিক বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। এখান থেকে আঞ্চলিক শব্দের পাশাপাশি বিশেষ স্থানের নাম হিসেবে উল্লেখ থাকতে দেখা যায় দশগ্রাম, অড়বগঙ্গ নদী, বিল্ল, নৌদণ্ড, নৌশিবভোগ প্রভৃতির। এই স্থাননামগুলোর পাশাপাশি আঞ্চলিক শব্দগুলোর বিশ্লেষণ করে তৎকালিন সমতটের সঙ্গে নদী সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মেলে। লালমাই-ময়নামতির উচ্চভূমির কথা বাদ দিলে এই তাম্রশাসনের বর্ণনার সঙ্গে কৈলান গ্রামের পাশাপাশি কুমিল্লার অন্যসব সমতলভূমির অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে শাসক হিসেবে শ্রীধারণ রাত, তার বাবা শ্রীজীবনধারণ রাত এবং তার ছেলে তথা যুবরাজ বলধারণ রাতের নাম পাওয়া যায়। এখানে প্রাপ্ত রাজাদের নামে সমতটেশ্বর উপাধির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। অন্যদিকে রাজধানীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত ক্ষীরোদা নদীর বর্ণনাও এখানে যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি একটি দুর্গের ভেতরে অবস্থিত চমৎকার রাজপ্রাসাদ সম্পর্কিত তথ্যও এখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে যাকে চিহ্নিত করা

* সহকারি অধ্যাপক (ইতিহাস), ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

হয় 'সর্বতোভদ্রক' শিরোনামে। বর্তমান প্রবন্ধে এই তাম্রশাসনের বিষয়বস্তু ও পাঠ সম্পর্কিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলার মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথক থেকেছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে যেসব রাজা শাসন করছেন তাঁদের মধ্যে রাত বংশের নাম প্রণিধানযোগ্য। প্রাথমিকভাবে রাত বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে জীবনধারণ রাত এর নাম পাওয়া যায়। তিনি প্রথম জীবনে একজন সামন্ত অধিপতিরূপে রাজ্য শাসন শুরু করেছিলেন। অন্যদিকে এই সময়কালের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ সামন্ত লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন থেকে জানা যাচ্ছে জীবনধারণ রাত এবং তাঁর অধিরাজ মিলে তাদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিলেন। একই রাজের অধীনস্থ, শক্তিশালী উদ্ধত সামন্তপ্রধানের বিপক্ষে জীবনধারণ রাতের সাফল্য তার রাজ্যে সংহতি ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। এই রাজাকে গবেষকগণ অনেকটা নিশ্চিতভাবে কৈলান তাম্রশাসনে উল্লিখিত রাজা জীবনধারণের সঙ্গে একীভূত হিসেবে শনাক্ত করেন। এই বিশ্লেষণের ফলে লোকনাথ ও জীবনধারণ রাতকে সমসাময়িক বলে চিহ্নিত করা যায় যারা সমকালিন খড়্গ রাজদের সঙ্গেও সংঘাতে লিপ্ত হয়ে থাকতে পারেন। তাদের অবস্থানের এই সমসাময়িকতার পাশাপাশি তাম্রশাসনে প্রাপ্ত তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে সমতটে রাত বংশের রাজত্বকাল হিসেবে মনে করা হয় খ্রিস্ট্রীয় সাত শতকের শেষার্ধকে। আর এই সময়েই তাদের সঙ্গে সংঘাতে শক্তিশালী খড়্গ বংশের পতন ঘটে থাকতে পারে। তবে ইতিহাস বিশ্লেষকগণ সমতটে খড়্গদের পতন ও রাত বংশের উত্থানপর্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিতে পারেননি।

রাত রাজাদের ইতিহাস গবেষনার সূত্র হিসেবে যে লিপি পাওয়া যায় সেখানে শ্রীধারণ রাত বা তাঁর পিতা জীবনধারণ রাত কারও কোন লিখিত দলিলে তেমন উল্লেখযোগ্য রাজকীয় উপাধি গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কৈলান তাম্রশাসনে যে 'শ্রীমৎসমতটেশ্বর পাদানুধাতস্য' কথাটির উল্লেখ রয়েছে ঠিক তার নিচে আরও লেখা আছে 'শ্রী শ্রীধারণরাতস্য'। এই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করেছেন দীনেশচন্দ্র সরকার। তিনি 'পঞ্চ মহাশব্দ' সামন্ততান্ত্রিক অবস্থান থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তার হিসেবে রাতদের পাশাপাশি খড়্গরাও পুরোপুরি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজা হওয়ার বদলে অনেকটা অর্ধস্বাধীন সামন্তপ্রধান হয়ে টিকে ছিল। কিন্তু 'শ্রীমৎসমতটেশ্বর পাদানুধাতস্য' কথাটি আবার এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিশেষ করে কোন লিপিতে তাদের কারও অধীনে থাকার কথা যেহেতু জানা যাচ্ছে না তাই তাদের অধীনস্ত সামন্ত রাজা মনে করার কোন সুযোগ নেই। পাশাপাশি এদের লিপিতে যেভাবে রাজকীয় অভিব্যক্তির প্রকাশ পেয়েছে তা অনেকাংশে তাদের রাজা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য করে। অন্তত এদের লিপি দেখে এটা ধারণা করে নেয়া যায় যে একজন অধীনস্ত রাজা যাই হোক কখনই এভাবে নিজ কর্মক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে পারে না। তবে লিপিগুলো রাতদের প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে বেশ খানিকটা দূরে আবিষ্কৃত হওয়ায় বিষয়গুলো নিয়ে আরও বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অন্তত লিপিগুলোর প্রাপ্তিস্থানে পূর্ণাঙ্গ প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ, অনুসন্ধান ও উৎখনন পরিচালনার আগে এই বিষয়ে উপযুক্ত ও নির্ধারিত ধারণা প্রতিষ্ঠা বেশ কঠিন ও সমস্যায়িত।

গবেষণা পদ্ধতি

শ্রীধারণ রাতের কৈলান তাম্রশাসনের বিষয়বস্তু ও পাঠ পর্যালোচনা করতে গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর। এই অঞ্চলের ইতিহাস নিয়ে সমকালিন কোন লিখিত গ্রন্থ না থাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের গুরুত্ব যেমন বেড়েছে বহুগুণে, তেমনি জটিলতাও দেখা দিয়েছে নানা আঙ্গিক থেকে (Chippindale, C., 1992: 251–76.)। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বের নানা পদ্ধতি অনুসৃত হলেও একটা বিষয় আমলে রাখা জরুরী যে এখানে গবেষণার মূল উদ্দেশ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুসন্ধান কিংবা উৎখনন সম্পর্কিত নয়। অর্থাৎ মাঠে গিয়ে গবেষণার মাধ্যমে নতুন কোনো লিপি আবিষ্কারের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ এই গবেষণায় প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়নি (Duff, A.J., Clark, G.A. & Chadderdon, T.J., 1992: 211–29.)। এখানে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের উপযুক্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করা হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তবে যে নিদর্শন নিয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে তা মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান ও জরিপের মাধ্যমে নতুন করে জরিপ করা হয়েছে। ফলে ক্ষেত্রীয় অনুসন্ধান হিসেবে গবেষণাকর্মের এই অংশকে বিবেচনা করা যেতে পারে (Flannery, K.V., 1976: 333–45)। বিশেষ করে উড়িশ্বর থেকে প্রাপ্ত শ্রীধারণ রাতের সময়কালে জারিকৃত শিলালিপির সঙ্গে কৈলান তাম্রশাসনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বর্তমান গবেষণায় অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। একইভাবে এই তাম্রশাসনের সঙ্গে গাঠনিক ও বর্ণনার আঙ্গিকে মিল রয়েছে এমন তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান, গাঠনিক উপাদান ও গঠনশৈলীর চুলচেরা বিশ্লেষণও ঠাঁই পেয়েছে এ গবেষণায়।

গবেষণাক্ষেত্র পরিচিতি

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অংশ হিসেবে গবেষক যখন কোন স্থাপত্য, ভবন কিংবা রাস্তার উৎখনন কাজে অংশ নিয়ে থাকেন সেখানে প্রত্নস্থানের ধারণা হয় একরকম (Gallant, T., 1986: 403-418.)। জরিপনির্ভর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে নিদর্শন প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে প্রত্নস্থান চিহ্নিত করা হয়ে থাকে (Cherry, J., 1983 : 375-416.)। তবে শিলালিপি কিংবা তাম্রশাসনের মত বিচ্ছিন্ন একটি নিদর্শন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রত্নস্থান তথা সাইট নির্ধারণের কাজটি বেশ জটিল হয়ে যায়। বিশেষ করে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত চিহ্নিতকরণ ও তার সঙ্গে প্রতিতুলনামূলক বিবরণ দেয়ার কাজটি এখানে বেশ কঠিন ও সময়সাপেক্ষ বলে প্রতীয়মান। এদিক থেকে পর্যালোচনা করতে গেলেই প্রত্নস্থানের সংজ্ঞা প্রদান বেশ বিতর্কিত একটি বিষয় হয়ে দেখা দিতে পারে। বিশেষত, অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন স্থানিকভাবে নির্দিষ্ট বিশেষ কোনো প্রত্ন-নিদর্শনের প্রাপ্তিস্থানকে সরাসরি প্রত্নস্থান হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে (Cherry, J. 2003:137-60.)। সেদিক থেকে চিন্তা করলে শ্রীধারণ রাতের কৈলান তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান হিসেবে কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার জোয়াগ তথা দক্ষিণ বড় কড়াই ইউনিয়নের কৈলান গ্রামের কথা বলতে হয়। গবেষণার উদ্দেশ্যে এই এলাকায় পাঁচ বারের মত ভ্রমণ করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে উপরিপৃষ্ঠে বিদম্যান নিদর্শনকে যাচাই করে দেখার চেষ্টা চালানো হয়েছে। বিশেষত, কৈলান গ্রামের পাঁচকড়ার বাড়ির ঠিক যে স্থান থেকে এই তাম্রশাসনটি ১৯৩৯ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে তা মূলত একটি পরিত্যক্ত ভিটা। এই স্থানে আলাদাভাবে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করার সুযোগ হয়নি। ফলে এই

স্থানটিকে প্রত্নস্থান হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কিনা তা নিয়ে সংশয় থেকে গেছে (Given, M., 2003: 13-21.)।

স্যাটেলাইট ইমেজে গবেষণাক্ষেত্রের উপরিপৃষ্ঠীয় দৃশ্য

প্রত্নস্থানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার ক্যাচমেন্ট এরিয়া তথা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সীমারেখায় বিদ্যমান অন্য স্থানের সঙ্গে এর যোগাযোগ থাকার কথা (Terrenato, N., 2000 : 60-71.)। এদিক থেকে চিন্তা করলে শ্রীধারণ রাতের অন্য তাম্রশাসনগুলোর প্রাপ্তিস্থানের সঙ্গে জোয়াগ ইউনিয়নের কৈলান গ্রামের সঙ্গে উড়িশ্বর গ্রামের সরকার বাড়ির পুকুর পাড়কে মিলিয়ে দেখতে হবে।

অনলাইন পোর্টালে প্রাপ্ত চান্দিনা উপজেলার মানচিত্র

গবেষণার অংশ হিসেবে কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার পাহাড়পুর ইউনিয়নের উড়িশ্বর গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় অবস্থিত সরকার বাড়ির পুকুর পাড় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখ করা যায় যে, এই পুকুরের পাড় থেকেই কয়েকজন মজুর তিনটি তাম্রশাসন আবিষ্কার করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকগণ এ ধরণের স্থানে পুকুর পাড়ের উল্লম্ব প্রেক্ষিত তথা সেকশন পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক শুষ্ক মৌসুমে পুকুর মালিকের অনুমতিক্রমে সেখানে নেমে একটি পাড়ের সেকশন পরিষ্কারের পর তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু দক্ষিণ দিক বাদ দিলে এই পুকুর পাড়ের সেকশনে কোনো ধরণের মৃৎপাত্র, পাথরের ভগ্নাংশ কিংবা পোড়ামাটির টুকরা চোখে পড়েনি। তবে স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষ্য এই পুকুরপাড় থেকে একটা সময়ে প্রচুর মৃৎপাত্র ও ইটের টুকরা পাওয়া যেত। অনেকে দাবি করেছেন এই পুকুরে গোসল করতে নেমে মাটির তৈরি পুতুলের ভগ্নাংশও পেয়েছেন তারা। তবে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে ১৯৯৫ সালের দিকে উড়িশ্বরের পাশাপাশি অবস্থিত এলাকা থেকে আরেকটি মজা পুকুর থেকে প্রাক-মুসলিম যুগের মুদ্রার হোর্ড আবিষ্কার।

অন্যদিকে উড়িশ্বরের সঙ্গে লাগোয়া বাবুতিপাড়া থেকে কালো রঙের পাথরে তৈরি সূর্যমূর্তিও পাওয়া গেছে। এই মুর্তিটির বয়স অনুমান করা হচ্ছে খ্রিস্টীয় ১০-১১ শতক। এর থেকে প্রেক্ষিতগত অবস্থান বিচারে এর সঙ্গে কৈলান গ্রামের পাঁচকড়ার বাড়ির ঐ স্থানের সঙ্গে তুলনীয় হলেও তা কোনভাবেই একরকম নয়। উল্লেখ করা যায় পাঁচকড়ার বাড়ির কাছাকাছি এলাকা থেকে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের দেখা মেলেনি। তাই সরকার বাড়ির পুকুর পাড়ের মত প্রত্নস্থান হিসেবে চিহ্নিত না করে এই পাঁচকড়ার বাড়ির পরিত্যক্ত ভিটাকেও নন সাইট হিসেবে চিহ্নিত করে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে (Rhoads, James W.:198–217)। প্রেক্ষিতগত অবস্থান হিসেব করতে গেলে পাঁচকড়ার বাড়ির পরিত্যক্ত ভিটা যেখানে অবস্থিত তার সঙ্গে কুমিল্লার লালমাই ময়নামতি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানকে সহজেই মেলানো যায় না (Foley, R., 1981: 157-183.)। এখানকার মাটির বর্ণ থেকে শুরু করে পললকাঠামো ও ভৌগোলিক বিন্যাস অনেকটা অভিন্ন। চান্দিনা উপজেলার দিক থেকে হিসাব করতে গেলে এই অঞ্চলের পানি নিষ্কাশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কালিছড়ি ও বাটাখাসি নদীর পাশাপাশি কার্জন খাল এবং ঘুগড়ার বিল।

গবেষণার নমুনা ও তথ্যসূত্র

বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে জোয়াগ ইউনিয়নের কৈলান গ্রামের পাঁচকড়ার ভিটা থেকে প্রাপ্ত তাম্রশাসনটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে প্রায় ১০.৮৫ ইঞ্চি এবং ৮.১৫ ইঞ্চি বিস্তৃত। এর উপরিভাগের শেষ মাথায় একটি নব রয়েছে। পাশাপাশি এর উপরের দিকে একটি শ্রীলক্ষ্মী বা গজলক্ষ্মীর প্রতিকৃতিযুক্ত সিল রয়েছে (Harunur Rashid, 2008: 25-36)। ডিসি ভট্টাচার্য ও নলিনীকুমার ভট্টশালির পাঠোদ্ধার পর্যালোচনা করে পরবর্তীকালে এই শ্রীলক্ষ্মী বা গজলক্ষ্মী সিলের নিচে উল্লেখিত পংক্তির বিশ্লেষণ করা হয়েছে (D. C. Sircar, 1947: 221-241)। তবে গাঠনিক দিক থেকে এই তাম্রশাসনের সঙ্গে লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসনের অনেক মিল রয়েছে (R.G. Basak, 1919-20: 301-315.)। তবে গজলক্ষ্মী মূর্তিটি একটি পূর্ণ প্রস্ফূটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মাণ। এর দুই পাশ থেকে দুটি হাতি তার শুঁড় থেকে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে এমন প্রতিকৃতিও খোদাই কৃত। প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়

যে এই তাম্রশাসনের বর্ণনার ক্ষেত্রেও ক্ষিরোদা নদীতে জলকেলিরত হাতির কথা বলা হয়েছে। তাই তাম্রশাসনে সরাসরি হাতির প্রতিকৃতি খোদাই হয়ত সেদিকেই ইঙ্গিত দিয়ে থাকতে পারে (D. C. Sircar, 1947: 222)।

श्रीमत्समतटेश्वरपादानुध्यातस्य
कुमारामात्याधिकरणस्य
श्रीश्रीधारणरातस्य.

কৈলান তাম্রশাসনে সিলের নিচে উৎকীর্ণ নাম

এখানে গজলক্ষ্মী সিলের নিচে যে দুই লাইন লেখা হয়েছে তার পাঠোদ্ধার করা যায় 'শ্রীমৎসমতটেশ্বর পাদানুধাতস্য' এবং নিচে 'কুমারামাত্যাধিকরণস্য' উল্লেখ করতে দেখা গেছে। এখানে শেষাংশে অস্য উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে এটা কার। প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে 'শ্রীমৎসমতটেশ্বর পাদানুধাতস্য' এবং 'কুমারামাত্যাধিকরণস্য' দিয়ে বোঝানো হয়েছে এটা কার পক্ষ থেকে কে জারি করেছেন। অন্যদিকে গজলক্ষ্মীর ডানপাশে উপর থেকে নিচে 'শ্রী শ্রীধারণরাতস্য' কথাটিও উল্লেখ রয়েছে। তবে এই সিলটি মূলত একজন অভিজাত এবং স্থানীয় শাসক কুমারামাত্যের। লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসনের মত এখানে শ্রীধারণ রাতের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। এটা দ্বারা বোঝা যায় যে পুরো তাম্রশাসন খোদাইয়ের কাজ শেষ হয়ে গেলে সেখানে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেছিলেন শ্রীধারণ রাত স্বয়ং।

তাম্রশাসনের উপরিভাগে গজলক্ষ্মী সিল (শরিফুল ইসলাম উল্লেখিত)

যেকোনো রাজার নথি থেকে শুরু করে উপহারের ক্ষেত্রেও তার প্রতিস্বাক্ষর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখা যায় নানা কারণে। অন্তত তার অনুমোদন সাপেক্ষে এটা জারি করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্যও এ ধরণের স্বাক্ষর গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে স্থানীয় শাসকরা তাদের নিজস্ব বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে কিংবা ভূমিদানের ক্ষেত্রে সরাসরি নিজেদের সিলে তাম্রশাসন জারি করেছেন। শ্রীধারণ রাত ও লোকনাথের দুটি তাম্রশাসন এই ধারণার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করছে।

গাঠনিক অবস্থার কথা চিন্তা করলে শ্রীধারণ রাতের কৈলান তাম্রশাসন সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায়নি। এর ভাঙ্গা অংশটুকুর কথা বাদ দিলে বাকি অনেকাংশের লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের ক্ষয়ের কারণে এর পূর্বতন অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া প্রায় অসম্ভব। ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে এর কয়েকটি লাইনের পাঠোদ্ধার নিয়ে সংশয় রয়েছে। অন্যদিকে বেশ কয়েকটি লাইনের লিপি ক্ষয় ও রূপান্তরের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। তবে এই ধরণের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলোতে মূলত রয়েছে বিভিন্ন দানকৃত ভূমির সীমারেখা এবং তার প্রকৃতি নিয়ে। ফলে তৎকালিন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বড় রকমের অন্তরায় সৃষ্টি হয়নি। দুইপিঠে ২৮ এবং ২১ লাইন মিলিয়ে ৪৯ লাইনের এই লিপিটির ভাষা সংস্কৃত। এখানে সবমিলিয়ে ছয়টি চরণ রয়েছে যার প্রথম দুটি এবং পরের চারটির বক্তব্য ও লিখনশৈলীতে ভিন্নতা রয়েছে। প্রথম দিকের দুটি 'মঙ্গলচরণ' এবং পরের চারটিতে বর্ণনা করা হয়েছে নানা বৈষয়িক উপাত্তের। তবে পরবর্তী চরণগুলোর লেখার ক্ষেত্রে গৌড়ীয় রীতিই অনুসৃত হয়েছে। সবথেকে বড় সমস্যা হিসেবে এখানে চিহ্নিত করা যায় 'ব' ও 'ভ' এর প্রভেদ না থাকা। বিশেষত, এখানে যে স্বর ও ব্যাঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের প্রতিটি ক্ষেত্রের ব্যবহার প্রশ্নবিদ্ধ।

পূর্ববর্তী গবেষণা

সরাসরি সমতটের রাত শাসন কিংবা শ্রীধারণ রাতকে নিয়ে বিস্তৃত আঙ্গিকের কোনো গবেষণা এখন পর্যন্ত হয়নি। তবে বিভিন্ন প্রাচীন লিপি বিষয়ক গবেষক সমতটের প্রত্নলিপিমালা নিয়ে স্ব স্ব গবেষণাকর্ম পরিচালনা করছেন। বাংলাদেশের প্রত্নলিপিমালার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গবেষক শরিফুল ইসলাম গবেষণা করেছিলেন শ্রীধারণ রাতের উড়িশ্বর তাম্রশাসন নিয়ে। তিনি তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে পাঠ সংশোধন ও যাচাইয়ের পাশাপাশি এই তাম্রশাসনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন (Shariful Islam, 2012: 61-72)। শরিফুল হাসানের প্রবন্ধে শ্রীধারণ রাত সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো বর্তমান প্রবন্ধে তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তাম্রশাসনের উপরের গজলক্ষ্মী সিল থেকে শুরু করে নাম লেখার যে ধরণ তা অনেকটাই কৈলান তাম্রশাসনের সঙ্গে উড়িশ্বর তাম্রশাসনকে একীভূত করে। তিনি এই তাম্রশাসনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কৈলান তাম্রশাসনের সঙ্গে তার ভৌগোলিক সামঞ্জস্য তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি উড়িশ্বর তাম্রশাসন যে দুইটি পঙ্কতি দিয়ে শুরু হয় তার সঙ্গে মিল আছে কৈলান তাম্রশাসনের। এদিকে রুদ্র প্রসাদ সমাদ্দার তাঁর গ্রন্থ 'সমতটের প্রত্নলিপিমালা'য় শ্রীধারণ রাতের কৈলান তাম্রশাসন সম্পর্কিত নানা আলোচনা করেছেন (সমাদ্দার, আর. পি, ২০১৮: ৮০-৮৭)।

অন্যদিকে সমতটের রাত রাজবংশ নিয়ে গবেষণা করেছেন প্রখ্যাত গবেষক দীনেশচন্দ্র সরকার। তিনি এই অঞ্চলে রাত বংশের শাসন কেনো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রের আলোকে পর্যালোচনার চেষ্টা করেছেন (D. C. Sircar, 1946: 369-374)। তিনি তাঁর আরেকটি প্রবন্ধে খোদ কৈলান তাম্রশাসনের উপরে আলোকপাত করেছেন। তিনি এর উপরিভাগের সিল থেকে শুরু করে বর্ণনার নানা দিক যাচাই করেছেন। পাশাপাশি তাম্রশাসনের বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে আরো নানা আঙ্গিকের পর্যবেক্ষণ রয়েছে তাঁর উপরোক্ত গবেষণায় (D. C. Sircar, 1947: 221-241)। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করেছেন হারুনুর রশীদ। তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগিয়েছেন (Harunur Rashid, 2008:45-47)। এর বাইরে দীনেশ চন্দ্র সরকার লিপি নথিভুক্তকরণের কাজও করেছেন (D.C. Sircar, 1967)। এর বাইরে লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন নিয়ে কাজ করেছেন রাধাগোবিন্দ বসাক। তিনি এই তাম্রশাসনের বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে নানা বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। পাশাপাশি সমতট অঞ্চলের বিভিন্ন রাজবংশীয় শাসনের বিশ্লেষণও রয়েছে এই প্রবন্ধে (R.G. Basak, 1919-20: 301.)। বাংলার ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান গবেষক আহমেদ হাসান দানী তাঁর গ্রন্থেও সমতটের লিপিমালা নিয়ে মন্তব্য করেছেন (A. H. Dani, 1963: Introduction.)। এর বাইরে বাংলা লিপির বিবর্তন ও উন্নয়ন নিয়ে উপযুক্ত গবেষণা করেছেন এস এন চক্রবর্তী (S. N. Chakravarty, 1938:351-391)। এর বাইরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক আইয়ুব খানও সমতটের লিপিমালাকে তাঁর গবেষণায় ঠাঁই দিয়েছিলেন (Ayub Khan, 2004: 56-62)।

পাঠ পর্যালোচনা

শ্রীধারণ রাতের কৈলান তাম্রশাসনের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের আগে এর পাঠোদ্ধার সম্পর্কিত আলোচনা প্রয়োজন। বিভিন্ন গবেষক তাম্রশাসনটির পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে সরাসরি তাম্রলিপি থেকে পাঠ করে যা আছে তাই লিখেছেন। কিন্তু বর্তমান গবেষণাপত্রে প্রতি লাইনের শেষাংশ জুড়ে দিয়ে অর্থবহ পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে কোনো লাইনের শেষাংশের পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে সেখানে ড্যাশ দিয়ে পরের লাইনে না গিয়ে সরাসরি জুড়ে দেয়া হয়েছে এখানে। পক্ষান্তরে এখানে খোদাইকরণে সৃষ্ট কিছু জটিলতা নিরসনের চেষ্টা করা হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সরকার ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কোয়াটার্লিতে প্রকাশিত নিবন্ধে তাম্রশাসনটি সম্পর্কিত যে ভাষ্য উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ গবেষক সেটাকে আদর্শ ধরে পরবর্তী গবেষণাকর্ম এগিয়ে নিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধের পাঠ যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও দীনেশ চন্দ্র সরকারের নিবন্ধটিকে আদর্শমান জেনে পরবর্তী সংশোধণ ও পরিমার্জন করা হয়েছে। তাম্রশাসনের প্রথম পিঠের প্রথম ও পঞ্চম লাইনে 'স্‌স' স্থলে 'স' এবং 'জগাদুদয়' স্থলে 'জগদুদয়' পাঠ করা উচিত। একইভাবে ১২ তম লাইনে যে 'সত্ব' কথাটির উল্লেখ থাকতে দেখা যায় সেটা বিশুদ্ধ উচ্চারণে লিখতে গেলে 'সত্ত্ব' লেখা লাগে। ১৩ তম লাইনে 'তনুবিভাগরম্যাতর্শনঃ' স্থলে 'তনুবিভাগরম্যাদর্শনঃ' পড়তে হবে। একইভাবে ১৫ নং লাইনে 'করণারামতয়া' স্থলে হবে 'করণগ্রামাতয়া'।

আবহিক বিকার ও ক্ষয়জনিত কারণে প্রথম পিঠের ১৬ তম লাইনের পাঠে অনেক জটিলতা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে এখানকার অস্পষ্ট অংশ হিসেবে 'বিরনুগত-শব্দ বিদ্যা-পারিশ্রমস্যাপয়াপিত'

অংশটির কথা উল্লেখ করতে হয়। এর স্থলে 'বিরনুগত-শব্দ বিদ্যাপরিশ্রমস্যাপয়াপিত' ব্যবহার করতে হবে। একইভাবে ১৯ নং লাইনে 'কর্ত্তব্যমস্মাদু শৈস্তত্সর্ব্বস্প্রসা' স্থলে পাঠ করা উচিত 'কর্ত্তব্যমস্মাদ্ শৈস্তত্সর্ব্বস্প্রসসাদ'। ২০ নং লাইনে 'বন্দপতে পাদীয় সংবিধান' স্থলে 'বিজ্ঞাপতে পাদীয় সংবিধানং' হবে। ২১ নং লাইনে 'সাসার' স্থলে হবে 'সংসার'। ২৪ নং লাইনে উল্লিখিত 'প্রদামিতি' এর সঠিক উচ্চারণ হবে 'প্রদদামিইতি'। ২৫ নং লাইনে 'পঞ্চবিংশতিরস্মাভিরস্যক্ষেত্তং' স্থলে হবে ' পঞ্চবিংশতিরস্মাভিরস্যক্ষেত্রং'। ২৭ নং লাইনে 'সম্বত্সরে' স্থলে 'সংবৎসরে' হবে।

একইভাবে তাম্রশাসনটির দ্বিতীয় পিঠের পাঠোদ্ধার করার পরেও এমনি কিছু জটিলতা দৃষ্টিগোচরে আসে। এর মধ্যে তৃতীয় লাইনে 'স্বিষখলিকা ' স্থলে হবে 'দ্বিষখলিকা' এবং 'নায়বড্ডিক' স্থলে 'নায়বিড্ডিক' হবে (D.C. Sircar, 1983: 39-40) । একইভাবে ৫, ৬ ও ৭ নং লাইনে 'স্বতাম্রং' 'স্বতাম্রম', 'ক্ষেত্রং।। পটলায়িকা-করলকোটং' স্থলে 'ক্ষেত্রম্।। পটলায়িকা-করলকোট্ট' এবং 'পূণ' স্থলে 'পূর্ব্বেণ' হবে। ৯ নং লাইনে 'বেন্ধনাদী' স্থলে 'বেন্ধনাদীনাং', ১১ নং লাইনে 'ব্যজন' স্থলে 'ব্যজনন', ১২ নং লাইনে 'ভান' স্থলে 'ভানগে', ১৪ নং লাইনে 'রাজভিস্সগর' স্থলে 'রাজভিস্সগরা', ১৫ নং লাইনে 'ষষ্টিম্বর্ষ' স্থলে 'ষষ্টিং বর্ষ', ১৬ লাইনে 'স্ব-দত্তাম্পত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাং' স্থলে 'স্ব-দত্তাম্পরদত্তাংবা যো হরেত বসুন্ধরাম্', ১৮ নং লাইনে 'করলকোট্ট' স্থলে 'করলকোট্টে' এবং ১৯-২০-২১ নং লাইনের প্রতিটি 'প' কে 'পদানি' এর সংক্ষিপ্ত রূপ মনে করতে হবে। নিচে তাম্রশাসনটির পাঠ দেখে নেয়া যাক।

প্রথম পিঠ ঃ

১. সিদ্ধম স্বস্তি বিলসন্তি যস্য শশ্বদ্দিতিসুত-দমনেন বিক্রমাদগারাঃ সসজয়তি
হরিরেকাণরণ্ণবমধ্যোদ্ধৃত মেদিনী-ভারঃ ।।
প্রজ্ঞাতি বিশোধিত

২. গুণরাশৌ দুগ্ধসিন্ধুবদ্ধৌতা যস্য শ্রীরপিঃ সশ্রীঃ স শ্রী-শ্রীধারণো জয়তি।। অথ মত্তমানঙ্গশত-সুখবিগাহ্যমান বিবিধ তীর্থয়া নৌভিরপরিমিতাভিরুপরচিতকুলয়া

৩. পরিকৃতাদভিমতনিম্নগামিন্যা ক্ষীরদয়া সর্ব্বতভদ্রকা- দ্দেপর্ব্বতাচ্ছ্রীমত্ সমতটেশ্বর পাদানুধ্যাতাঃ

৪. কুমারামাত্যা অধিকরণঞ্চ গুপ্তীনাটন-পটলায়িকায়োব্বিষয়পতী অধিকরণঞ্চ বোধয়ন্তি বিদিতমস্তু

৫. বো নিরুপমগুণগণৌঘশালিনি জগাদুদয়-স্থিতি-নিরোধ-বিবিধপ্রপঞ্চ ধামতি বিবুধ-সত্তমে শতমখ-শক্র-শাতন-ব্যসনবিলসিতায়তৌ

৬. ভগবতি পুরুষোত্তমে পরময়া বিনিবেশিতাশয়-শ্রদ্ধয়া শব্ববিদ্যাদি বিবিধ সময় পরিগম জনিত স্বকঃ

৭. স্বকগুণ বিশেষ ঘন-ঘটিত বুদ্ধিবিকল-শক্তি ত্রিতয় সম্পদুদগতো যথারুচি প্রবর্ত্তিত ষাড়্গুণ্য গোচরশ্চাপচক্র বিক্রি-

৮. ডিত ইব গতঃ কলাসু কৌশলমনতিশয় সুন্দরমতিমধুর-চিত্রগীতেরুত্পাদয়িতা কবির পরিমিত গো হিরণ্য ভূমি প্রদান

৯. পূণ্যকীর্ত্তেরসম সম প্রতাপোপনত সামন্ত চক্রস্য সুগৃহীতনাম্নো দেবস্য সমতটেশ্বর শ্রীজীবনধারণরাতভট্টারকস্য

১০. সূনুরুদিতোদিতকুলায়ামপরিমিত প্রাজধারিণ্যাং সাক্ষাদিত বসুন্ধরায়ামগ্রমহিষ্যামুত্পন্নঃ শ্রীবন্ধুদেব্যাং প্রসাদাতিশয় সুমুখেন

১১. পিত্রা স্বয়মর্প্পিতাধিরাজ্যঃ পিতেব পালয়িতাপগতো বুদ্ধিনিগ্রহাদনভিমত প্রাণ নিগ্রহে মনুরপর ইব

১২. পরমকরুণাশ্রয়ঃ কুলবসতিরিব সত্ব সম্পদো জন্মভূমিরিব প্রিয়বচন জাতস্য গজ-তুরগ সতত পীড়নক্রমোচিত

১৩. শ্রম-বলিত তনুবিভাগরম্যাতর্শনঃ পরমবৈষ্ণবোঅনেকপ্রাণি কোটীমতসহস্র জীবিতস্য প্রদায়কতয়া

১৪. পরমকারুণিকো মাতাপিতৃপাদানুধ্যাতঃ প্রাপ্ত-পঞ্চ-মহাশব্দঃ সমতটেশ্বর শ্রী শ্রীধারণরাতদেবঃ কুশলী।

১৫. পিতৃচরণ-শুশ্রুষণৈকশীলস্য বিজিত চক্ষুরাদি করণারামতয়া বিনয়স্যেব মূর্তিমতো হস্ত্যশ্ব-প্রহরণ বিদ্যা-

১৬. বিরনুগত-শব্দ বিদ্যা-পারিশ্রমস্যাপয়াপিতৃ পিতামহাক্রামোচিতপ্রবয়সঃ শ্রীয়েব নায়ক-গুণসম্পদাসসমাপূর্যমান

১৭. সন্ততেরাজ্ঞাশত প্রাপিণো যুবরাজ-প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ শ্রীবলধারণরাতভট্টারকস্য

১৮. মুখেন স্ফূট-চিত্র-বাল্লু-ভাবিণা সমাদিশতিস্ম।। বিজ্ঞাপিতস্মহাসন্ধিবিগ্রহাধিকৃত শ্রীজয়াথেন যত্কিঞ্চিল্লোক

১৯. দ্বিতয় সুখ-নিবন্ধনঙ্কর্ম্ম কর্ত্তব্যমস্মাদু শৈস্তত্সর্ব্বস্প্রসা দেবপাদানোমেতন্মুলত্বাদাশয়শ্চ বিদিতো বত্সলঃপাদী

২০. য়ো যথা জন্মশতমপ্যনুগ্রহীতুমিচ্ছতি লোকমনুজীবিনমতো বন্দপতে পাদীয় সংবিধান সব্যপেক্ষণস্পুণ্যাক্রিয়াণান্তেনার্হসি

২১. ভূভ্যাস্তোকয়া প্রসাদঙ্কর্ত্তুন্তামহবাপ্য প্রীতপ্রীতবুদ্ধিরপগত সাসার দোষনির্মলস্যাসংসক্তস্যপি

২২. সংসক্তস্য জগতি মহাকরুণয়া সর্বজ্ঞস্য ভগবতস্তথাগতরত্নস্য গন্ধ-ধূপ-দীপ মাল্যানুলেপনার্থন্তদুপদিষ্টমর্গগস্য

২৩. ধর্মস্য লেখনবাচনার্থমার্যসঙ্ঘস্য চ চীবর-পিণ্ডপাতাদি বিবিধোপচারার্থমধিগত বিদ্যানামপি ব্রাহ্মণার্যাণাম্পঞ্চ

২৪. মহায়জ্ঞ-প্রবর্ত্তনার্থ মাতাপিত্রোরাত্মনঃ পুত্র-পৌত্র-সন্ততের্জগতশ্চ পুণ্যোপচয়ার্থম্বিভজ্য প্রদামিতি বিজ্ঞাপনয়ানয়া

২৫. যুক্ততরমাবেদিতমিতি প্রসন্নমনস্যৈঃ পঞ্চবিংশতিরস্মাভিরস্যক্ষেত্তং পাটকাঃ প্রসাদীকৃতাস্তে যূয়মস্মত্কটকশাসন

২৬. সনাথমারোপ্য শ্রীতাপতাম্রম্প্রয়চ্ছত তানিতি পিত্তৃচরণপ্রসাদাদবাপ্তস্য সমতটাশ্চনেক দেশাধিরাজ্যস্যাষ্ট্যমে

২৭. সম্বত্সরে শ্রাবণ-মাসস্য তিথৌ সিত-সপ্তম্যাং শ্রাবিতনির্জাতায়ামাজ্ঞায়াং সীম-লিঙ্গানি দাতুং লিখিতে বিষয়পতাবধিকরণে চ

২৮. তত্প্রতিলিখিতকদর্শনেন ভবন্তি সূমলিঙ্গানি যত্র।। গুপ্তীনাটনে খড়োব্বালিকা [ত্রাতুবাপটকোরখল্লাষ্টদণ্ডানা]

দ্বিতীয় পিঠঃ

১. স্প্রাপিণামষ্টাদশানাম্পাটকানাং সীম-লিঙ্গানি যত্র পূর্বেণ দশগ্রামে নয়াবিড্ডিক-বিল্লভঙ্গেন নৌপৃথ্বী
২. শ্রীক্ষেত্রংনিষ্ক্রান্তক প্রবিষ্টক-ভঙ্গেন নৌপৃথ্বী শ্রীডঙ্কেল্ল-নৌস্থিরবেগা ক্ষেত্রাণি দক্ষিণেন নৌস্থিরবেগা পশ্চিমেন
৩. স্বিষখলিকা নদী উত্তরেণাপি দ্বিষখলিকা নদী নায়বড্ডিক বিল্লশ্চ নিধানীখখাডোব্বা রঙ্কুপোত্তকে বপ্পযশঃপ্রাপিণাং
৪. পঞ্চানাম্পাটকানাং প্রথমখণ্ডে পূর্ব্বেণ তীরদেশীয় তাম্রং দক্ষিণেন নৌশিবভোগা পশ্চিমেন
৫. স্বতাম্রং উত্তরেণার্দ্ধত্রিক শত কূলপুত্রকানাং ক্ষেত্রং দ্বিতীয়ে পূর্ব্বেণ স্ব-তাম্রং দক্ষিণেন দত্ত জয়সেন ক্ষের্ত্র পশ্চিমেনাডাগঙ্গা
৬. উত্তেরণার্দ্ধত্রিক-শত-কুলপুত্রাকানাং ক্ষেত্রং।। পটলায়িকা-করলকোটং অপি বহিঃক্ষেত্রপাটকদ্বয়স্য
৭. পূণ দেবীমাঠ তাম্রমপটবষ্টেন যুক্তঞ্চ বেলোঞ্চমপশ্চিমালী স-ব্যজনেন মিত্রবলবিহার তাম্রমাদিত্যমণ্ডপো
৮. নৌদণ্ডকশ্চো দক্ষিণেন কঞ্চীরক পুষ্করিণীনৌদণ্ডকশ্চ পশ্চিমেন নৌদণ্ডকঃ
৯. প্রবিশ্য ঈষদ্বয়জনেন গণ্ডিদেব-মেটোঞ্চম-পূর্ব্বালী নিষ্ক্রান্তক ব্যজনেন বেন্ধনাদী মল্লকর্ম্মকারাণং
১০. ক্ষেত্রং স-ব্যজনেন নিষ্ক্রাম্য মহাকায়স্থ-ভাস্করচন্দ্র তাম্রমুত্তরেণ করলবিহার-নৌদণ্ডকঃ ক্ষেত্র
১১. ভঙ্গনচ স-ব্যজন শ্রীতাপস-ধনদেব-ক্ষেত্রঞ্চেতি এবমধৃত সীমানঃ পঞ্চবিংশতি পাটকা ইতি পূরিতে
১২. মহতি ভান বিভজ্য প্রতিপাদিতা ইতি গৌরবাতযস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলমিতি স্ব দান ফ
১৩. লাপেক্ষয়াপ্যুপরিলিখিতৈরিমেদানানুমোদনবিধৈঃ পরিপালনীয়া বিভাবাঃ শ্লোকা
১৪. মুনেরপি পরাশরবংশ কেতো-র্ভ্যাব্যাঃভুবন-রক্ষণ-বন্ধকর্ত্তেতি।। বহুভির্বসুধা দত্তা রাজাভিস্সগর দিভিঃ
১৫. র্যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং।। ষষ্টিম্বর্ষ সহস্রাণি স্বগেগে মোদতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তা চানুমন্তা
১৬. চ তান্যেব নরকে বাসেত॥। স্ব-দত্তাম্পত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাং।
১৭. স বিষ্ঠায়ং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিস্সহ পচ্যতে। বিভাগশ্চায়াং ভগবতো রত্নত্রয়স্য রঙ্কুপোত্তকস্তত্রোর্দ্ধ পাটকো ভিক্ষদস্য খড়োব্বালিকা ব্রাহ্মণার্যাণাং ভিক্ষদস্য
১৮. তত্রাপি পঞ্চপাটকাঃ করলকোট্ট পাটক-দ্বয়ঞ্চ ভোক্তৃণাম্ব্রাহ্মণান্নমানি পদানি চ ভট্টদিবাকর
১৯. তস্য পঞ্চপদানি ভট্ট-ভবঃ প। ভট্ট-বস্ত প। বলীবর্দ্দয়শাঃ বৃষভয়শাস্তয়ো প। ভট্ট-ভদ্র প।
২০. ভট্ট-ললিতঃ প। নারায়ণ: প। আলোকঃ প। বলীবর্দ্দচন্দ্রঃ প। চন্দ্রস্বামিনঃ প। সাধারণধো।
২১. ষঃ প। পশুপতেঃ প।

কৈলান তাম্রশাসনের বিষয়বস্তু ও সার্বিক বিশ্লেষণ

শ্রীধারণ রাতের কৈলান তাম্রশাসন তাঁর রাজত্বের অষ্টম বছর তথা ৮ রাজ্যাঙ্কে জারি করা হলেও সেখানে তিনি তার পূর্ব পুরুষ তথা পিতার নাম উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি এখানে তার ছেলের নামও রয়েছে। ফলে এর থেকে রাতদের বংশতালিকা তৈরির সুযোগ রয়েছে। এখানে তার বাবা জীবনধারণ রাত সম্পর্কে প্রথম পিঠের ৯ নং লাইনে বলা হয়েছে 'সমতটেশ্বর শ্রীজীবনধারণরাতভট্টারকস্য'। পাশাপাশি

তার ছেলে সম্পর্কে এই তাম্রশাসনের ১৭ নং লাইনে বলা হয়েছে ' যুবরাজ-প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ শ্রীবলধারণরাতভট্টারকস্য'। সেদিক থেকে চিন্তা করতে গেলে তার বাবা জীবনধারণ রাতের উপাধি ছিল 'সমতটেশ্বর' এবং তার ছেলে শ্রীবলধারণরাতের উপাধি ছিল 'প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ'। পাশাপাশি শ্রীধারণ রাতের মা হিসেব বন্ধুদেবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। তিনিও তার ছেলে বলধারণরাতের মত 'প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ' এবং বাবা জীবনধারণ রাতের মত 'সমতটেশ্বর' পদবী প্রাপ্ত ছিলেন। তাম্রশাসনের প্রথম পিঠের চতুর্থ লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে 'কুমারামাত্যা অধিকরণঞ্চ গুপ্তীনাটন-পটলায়িকায়োব্বিষয়পতী'। এর থেকে ধরে নেয়া হয় ভূমিদানপত্রটির মাধ্যমে যে ভূমি দান করা হয় সে সম্পর্কে 'গুপ্তীনাটন' ও 'পটলায়িকা' অঞ্চলের বিষয়পতিদেরও অবহিত করা হয়েছিল।

গভীর বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই কুরারাত্যাধিকরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এট দেবপর্বতের কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশাসনিক একক যা সরাসরি রাজার তত্ত্বাবধানে ছিল। এর পাশাপাশি এখানকার শাসক রাজার নির্দেশে দেবপর্বতের কাছাকাছি 'গুপ্তীনাটন' ও 'পটলায়িকা' অঞ্চলের বিষয়পতিদের মাধ্যমে এই তাম্রশাসন জারি করে থাকতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে ডিসি ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যার সঙ্গে লিপির ভাষ্যে তেমন মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি উল্লেখ করেছেন তখনকার যুদ্ধমন্ত্রী তথা মহাসান্ধিবিগ্রহিক জয়নাথ যুবরাজ বলধারণ রাতের মাধ্যমে রাজা শ্রীধারণের কাছে ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণাচার্যগণের পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্তনের জন্য এই ভূমি প্রার্থনা করেন বলে জানা গেছে ভট্টাচার্য, ডি সি, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ: ৪১.৪৫)। তারপর তার প্রার্থনা মঞ্জুর হলে ২৫ পাটক ভূমি দান করা হয়েছিল। শ্রীধারণ রাতের দানকৃত ২৫ পাটক ভূমির মধ্যে ২৩ পাটক ভূমিই ছিল গুপ্তীনাটনে। বাকি ২ পাটক ভূমি তিনি দান করেছিলেন পটলায়িকা বিষয়ের করলকোট্ট অঞ্চলে।

বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় গুপ্তীনাটন বিষয়ের দু'টি অঞ্চল থেকে এই ভূমি দান করা হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে তিনি গুপ্তীনাটন বিষয়ের খড়োব্বালিকা অঞ্চলের ত্রতুবা থেকে ১৮ পাটক ভূমি দান করা হয়। সেখানে উক্ত ১৮ পাটক ভূমির সীমারেখা হিসেবে জানা যাচ্ছে বেশ কয়েকটি এককের নাম। উত্তরে দ্বিজ্খালিকা নদী ও ন্যায়বড্ডিকা বিল দিয়ে সীমারেখা তৈরি হলেও পূর্ব দিকের দশগ্রামে নায়বড্ডিকা বিল্লভঙ্গন, নৌপৃথি, শ্রীক্ষেত্র, নিষ্ক্রান্তক প্রবিষ্ঠক-ভঙ্গন, নৌপৃথি শ্রীডঙ্কেল্ল, নৌস্থিরবেগা ক্ষেত্রাণি অবস্থিত। পাশাপাশি এর পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছিল দ্বিজ্খালিকা নদী এবং নৌস্থিরবেগা দিয়ে। খেয়াল করে দেখার মত বিষয় হচ্ছে শ্রীধারণ রাত যে ভূমি দান করেন তার কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এর উত্তর ও পশ্চিম নদী এবং বিল দিয়ে সীমারেখা তৈরি করেছে। ফলে সেখান থেকে সহজ যাতায়াত যেমন সম্ভব ছিল তেমনি এই নদীর পানি থেকে সহজে সেচকাজ করা যেত। ফলে তার দানকৃত ভূমিগুলো নিঃসন্দেহে অনেক উর্বর ছিল বলে অনুমান করা যায়। একইভাবে এই গুপ্তীনাটন বিষয়ের খড়োব্বা অঞ্চলের রঙ্কুপোত্তক অঞ্চলে বাকি ৫ পাটক ভূমির দু'টি খণ্ড অবস্থিত। সেখানেও সীমারেখা হিসেবে নদীর নাম পাওয়া যাচ্ছে যার থেকে অনুমান করে নেয়া যায় ঐ ভূমিও চাষের জন্য উর্বর ছিল। একইভাবে পটলায়িকা বিষয়ের অন্তর্গত করলকোট্ট অঞ্চলের যে ভূমি সেখানেও সীমারেখা হিসেবে কাঞ্চীরক পুষ্করিণী ও নৌদণ্ডকের নাম পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে এই ভূমিগুলো দান করে শ্রীধারণ রাত অশেষ পূণ্যের কাজ করেছিলেন (D. C. Sircar, 1947: 235)।

বুৎপত্তি বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় এখানে প্রাপ্ত 'প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ' এক অর্থে সামন্তবাদের কথা জানান দিচ্ছে। এর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি সামন্ত পদ সম্পর্কিত। দীনেশ চন্দ্র সরকার এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সামন্ত পদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন মহাপ্রতিহার, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাশ্বশালাধিকৃত, মহাভাণ্ডারিক এবং মহাসাধনিক (D. C. Sircar, 1947: 226)। ক্ষেত্রবিশেষে এই পাঁচটি পদ আলাদাভাবেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখা গেছে। এক্ষেত্রে দীনেশ চন্দ্র সরকার কাশ্মীরের ইতিহাসবিদ কলহনের রাজতরঙ্গিনী থেকে তথ্যসূত্র ব্যবহার করে এই পাঁচটি বিশেষ উপমার বিশ্লেষণ করেছেন (Kalahana, Rajatarangini, IV, 1888: Verse 140-43)। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন কেবলমাত্র সমতটেশ্বর কথাটি শ্রীধারণ রাতের উপাধি হিসেবে উল্লেখ করা হলেও কোথাও তার উপাধি হিসেবে মহারাজা, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক কিংবা মহারাজাধিরাজ ব্যবহৃত হয়নি।

এখানে রাজা তথা সমতটেশ্বরের রাজধানীর কথা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে দেবপর্বতের কথা। তাম্রশাসনের প্রথম পিঠের তৃতীয় লাইনে দেখা যাচ্ছে 'পরিকৃতাদভিমতনিম্নগামিন্যা ক্ষীরদয়া সর্ব্বতভদ্রকা- দ্দেপর্ব্বতাচ্ছ্রীমত্ সমতটেশ্বর পাদানুধ্যাতাঃ' কথাগুলো উৎকীর্ণ করতে। এখানে রাজধানী দেবপর্বত কোনো সুরক্ষিত পাহাড়ি দুর্গ হতে পারে। এই দুর্গের চারদিক তথা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে চারটি প্রবেশপথ থাকায় একে 'সর্ব্বতভদ্রকা' বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকতে পারে। এই দুর্গ ক্ষিরোদা নদী দিয়ে সুরক্ষিত থাকার কথা এখানে বলা হয়েছে। পাশাপাশি দুর্গদেয়ালের উপর থেকে ক্ষিরোদা নদীতে হাতিদের জলকেলি করতে দেখার কথাও বাদ পড়েনি বর্ণনা থেকে। পাশাপাশি এই নদীর দুই তীরে প্রচুর নৌকার আনাগোণা লক্ষ্য করা গেছে। নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই নদীকে পরবর্তীকালের ক্ষিরান তা ক্ষিরনাই খাল হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন যা মূলত কুমিল্লা শহরের পশ্চিমভাগ দিয়ে প্রবাহিত গোমতির শাখা বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই নদী তখনকার দিনে লালমাই পাহাড়ের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে গিয়ে আরেকটি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। এই নদী নিয়ে দক্ষিণ প্রান্ত সুরক্ষিত হওয়াতে এই অঞ্চলেই দেবপর্বতের সেই দুর্গের অবস্থান চিহ্নিত করেছেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী। বিশেষ করে এই নদীদ্বয়ের বাইরে ডাকাতিয়া নদীর প্রবাহ দক্ষিণ থেকে পশ্চিমাংশকে সুরক্ষিত করেছিল।

তাম্রশাসনের প্রথম পৃষ্ঠের ১১ লাইনে বলা হয়েছে 'পিত্রা স্বয়মর্প্পিতাধিরাজ্যঃ পিতেব পালয়িতাপগতো'। এর থেকে ধরে নেয়া যায় নামের দিক থেকে অনেকটা সামন্তরাজার নামের মত শোনালেও তিনি স্বাধীনভাবেই দেশ শাসন করেছে। বিশেষত, তিনি সরাসরি সামন্ত রাজা ছিলেন এমন কোনো ঐতিহাসিক তথ্য যতদিন পাওয়া না যায় ততদিন তাকে একজন স্বাধীন সার্বভৌম রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধা নেই। তবে জীবনধারণ রাতের পদবী থেকে মনে করা যেতে পারে তিনি তার ছেলে শ্রীধারণ রতের মত পুরোপুরি স্বাধীন অবস্থানে হয়তো ছিলেন না। তার রাজ্যের অবস্থাকে অর্ধস্বাধীন হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিশেষ করে জীবনধারণ রাতের আগে এই বংশের আর কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না। সেখানে 'প্রতাপোপনত সামন্ত চক্রস্য সুগৃহীতনাম্নো দেবস্য সমতটেশ্বর শ্রীজীবনধারণরাতভট্টারকস্য' কথাটির উল্লেখ থেকে ধরে নেয়া যায় তিনি ছিলেন একজন প্রতাপশালী সামন্ত রাজা এবং তার আগে এই বংশের কোনো প্রতিষ্ঠিত ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তবে

রাতদের সম্পর্কে বিশ্লেষণের আগে তাদের সঙ্গে গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক, কামরূপের ভাস্করবর্মণ এবং বঙ্গ অঞ্চলের খড়্গদের সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্যসূত্রনির্ভর পর্যালোচনা করে নেয়া প্রয়োজন।

৭ শতকের দিকে খড়্গরা যেভাবে ক্ষমতায় আসে রাতদের সমতটে অধিকার স্থাপনের পূর্বে একই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে। বিশেষত, প্রথম জীবনের একজন সামন্তরাজা শশাঙ্ক যিনি একসময় মহাসামন্ত হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে গৌড়ের অধিপতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এই বিষয়গুলোর সঙ্গে তুলনা করলে রাতদের ক্ষমতায় আরোহন সম্পর্কে বোঝা সম্ভব হয়। অন্তত আশ্রাফপুর ও ধুলাবাড়ি থেকে খড়্গদের যে তাম্রশাসন পাওয়া গেছে সেখানে খড়্গোদ্যম, তার ছেলে জাত খড়্গ, তার ছেলে দেব খগড়্, তারপর রাজরাজ খগড়্ তথা রাজরাজভট্ট খড়্গের উল্লেখ রয়েছে। ৭৩০-৫৩ সালের দিকে বঙ্গ অঞ্চলে খড়্গ এবং সমতটে রাতদের অবস্থান অনেকাংশে একইরকম ছিল বলে মনে করা হয়। তারা ক্ষেত্রবিশেষে পুরোপুরি স্বাধীন না হলেও অর্ধস্বাধীন শাসক হিসেবে শাসন করেছেন। পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী নানা স্থানের সঙ্গে প্রতিনিয়ম যুদ্ধবিগ্রহ করে রাজ্য টিকিয়ে রাখতে হয়েছে তাদের। তবে ৬৩৮-৩৯ সালের দিকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সমতট ভ্রমণ করলেও তিনি এখানকার রাজশক্তি সম্পর্কে কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করতে পারেননি। ফলে তখন কে সমতটেশ্বর তথা সেখানকার ক্ষমতায় অধীষ্ঠিত ছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

হিউয়েন সাঙের পাশাপাশি আরও দুইজন বিখ্যাত পর্যটক সমতটে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইৎসিং ও শেঙচির নাম উল্লেখ করা যায়। ইৎসিং সমতটে প্রচুর বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধধর্ম সংশ্লিষ্ট স্থাপনা দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে শেঙচি তার বর্ণনায় সমতটের শাসক হিসেবে উল্লেখ করেছেন রাজরাজভট্টকে। এই রাজরাজভট্ট খড়্গ বংশীয় রাজা দেব খড়্গের ছেলে। তার বর্ণনা থেকে রাজরাজভট্ট খড়্গের বৌদ্ধপ্রীতির কথা জানা গেছে। তার প্রত্যক্ষ পৃষ্টপোষকতায় তখনকার সমতটের রাজধানীতে প্রায় ৪০০০ বৌদ্ধ বাস করতো। অন্যদিকে হিউয়েন সাঙ যাওয়ার আগে সমতটে প্রায় ২০০০ এর মত বৌদ্ধকে দেখে গেছেন। হঠাৎ করে সমতট অঞ্চলে বৌদ্ধদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। এ পরিবর্তন রাজক্ষমতার বদলের মাধ্যমেও হয়ে থাকতে পারে। এসব নানা বিষয় বিশ্লেষণ করতে গেলে উপযুক্ত তথ্যসূত্রের প্রয়োজন রয়েছে। শুধুমাত্র একটি ভূমিদানের দলিল থেকে বিস্তারিত জানা অনেকটাই অসম্ভব। তবুও সমতটের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই তাম্রশাসনটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে স্বীকৃত।

উপসংহার

যুদ্ধমন্ত্রী তথা মহাসান্ধিবিগ্রহিক জয়নাথের মাধ্যমে কৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজা শ্রীধারণ রাত তৎকালিন গুপ্তীনাটন ও পটলায়িকা বিষয়ে ২৫ পাটক ভূমিদান করেছিলেন। কৈলান তাম্রশাসন এই সময়ের ভূমিরূপ ও পরিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য প্রদান করছে। পাশাপাশি সমকালিন মানুষের চিন্তাধারা ও কুসংস্কার সম্পর্কেও ধারণা মেলে এই তাম্রশাসনের মাধ্যমে। বিশেষ কর এই তাম্রশাসনের দ্বিতীয় পিঠের ১৭ নং লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে 'স বিষ্ঠায়ং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিস্সহ পচ্যতে। বিভাগশ্চায়াং ভগবতো রত্নত্রয়স্য রঙ্কুপোত্তকস্তত্রোর্দ্ধ পাটকো ভিক্ষদস্য খড়োব্বালিকা ব্রাহ্মণার্যাণাং ভিক্ষদস্য'। অর্থাৎ যারা এই তাম্রশাসনের ভাষ্য উপেক্ষা করে অন্যায়ভাবে ভূমিদখল করবে তারা বছরের

পর বছর তাদের বাবাসহ বিষ্ঠার মধ্যে কৃমি হয়ে পচবে। ভূমিদানকারী হিসেবে শ্রীধারণ রাত সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যপ্রাপ্তির কারণে এই তাম্রশাসনটির গুরুত্ব বেড়ে গেছে নানা দিক থেকে। বিশেষত এই তাম্রশাসনের প্রথম পিঠের ২৬ ও ২৭ নং লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে 'সনাথমারোপ্য শ্রীতাপতাম্রস্প্রয়চ্ছত তানিতি পিত্তচরণপ্রসাদাদবাপ্তস্য সমতটাশ্চনেক দেশাধিরাজ্যস্যাষ্ট্যমে সম্বত্সরে শ্রাবণ-মাসস্য তিথৌ সিত-সপ্তম্যাং শ্রাবিতনির্জাতায়ামাজ্ঞায়াং সীম-লিঙ্গানি দাতুং লিখিতে বিষয়পতাবধিকরণে চ'। যার ভাষ্য বিশ্লেষণ করলে অনুমান করা যায় শ্রীধারণ রাত তার বাবা জীবনধারণ রাতের কাছ থেকে সমতটসহ আশেপাশের আরও রাজ্যের সার্বভৌম অধিকার লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে তার বাবা লোকনাথের সমসাময়িক একজন রাজা ছিলেন এমনটিও এই তাম্রশাসনের ভাষ্য থেকে অনুমান করা যায়। লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন থেকে সময়কাল হিসেব করা হয় ৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ। এর থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে শ্রীধারণ রাত ছয় শতকের একেবারে শেষের দিকে ক্ষমতায় আরোহন করেন। কারণ লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন জারি করার আগেই তার সঙ্গে জীবনধারণ রাতের যুদ্ধ হয়েছিল। পাশাপাশি এই তাম্রশাসনের ভাষ্যে শ্রীধারণ রাত একজন দক্ষ যোদ্ধা, অশ্বারোহী, প্রাণির রক্ষাকর্তা ও সুশাসক ছিলেন। সবমিলিয়ে সমতট তথা প্রাচীনকালের দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস গবেষণা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক অনন্য দলিল শ্রীধারণ রাতের কৈলান তাম্রশাসন।

আলোকচিত্র ও প্লেট

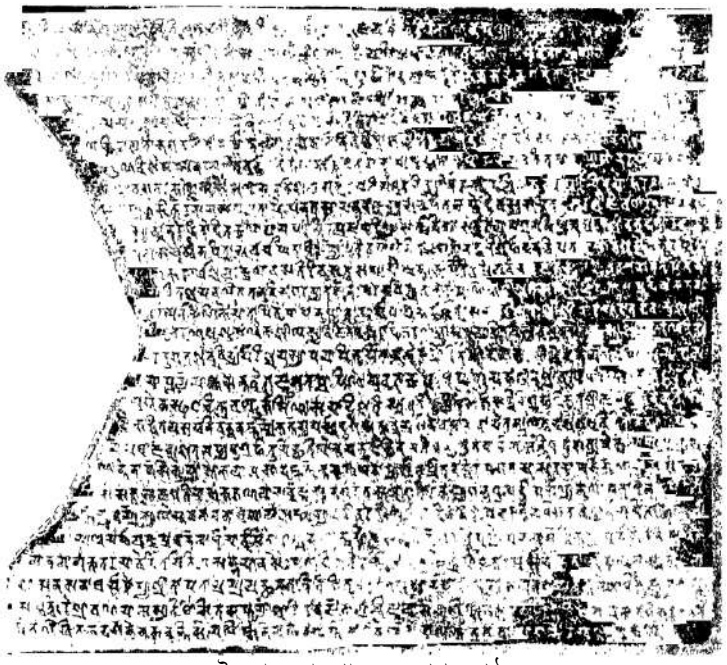

কৈলান তাম্রশাসনের প্রথম পৃষ্ঠ

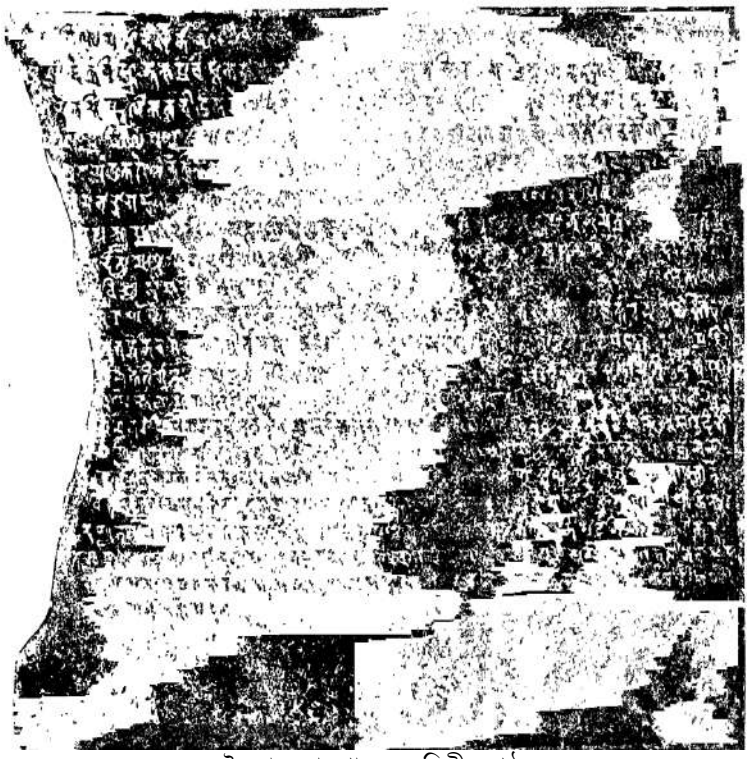

কৈলান তাম্রশাসনের দ্বিতীয় পৃষ্ঠ

सिद्धं[10] स्वस्ति (॥*)

विलसन्ति यस्य शश्वद्दितिसुतदमनेन विक्रमाद्दाराः (।*)

स्स(स) जयति हरिरेकार्ण्णवमध्योद्धृतमेदिनोभारः ॥1

प्रज्ञातिशयविशो-

धितगुणराशौ दुग्धसिन्धुवद्धौता (।*)

यस्य श्रोरपिः(पि) सश्रीः स श्रीश्रीधारणो जयति ॥2

अथ मत्तमातङ्गशतसुखविगाह्यमानविविधतीर्थया नौभि-

रपरिमिताभिरुपरचितकुलया परिकृतादभिमतनिम्नगामिन्या **क्षीरोदया** सर्व्वतो-

भद्रकाद्दे **वपर्व्वताच्छ्रीमत्समतटेश्वर**पादानु-

ध्याताः कुमारामात्या अधिकरणञ्च **गुप्तीनाटनपटलायिक**[यो]र्व्विषयपती[11]

अधिकरणञ्च बोधयन्ति (।*) विदितम-

स्तु वो निरुपमगुणगणौघशालिनि जगा(ग)दुदयस्थितिनिरोधविविधप्रपञ्चधामनि

विबुधसत्तमे शतमखशत्रुशातनव्यस-

কৈলান তাম্রশাসনের প্রথম পৃষ্ঠের (১-৫) লাইন।

नविलसितायतौ भगवति पुरुषोत्तमे परमया विनिवेशिताशयश्रद्धया शब्दविद्या-
दिविविधसमयपरिगमजनितस्वक(:*)
स्वकगुणविशेषघनघटितबुद्धिरविकलशक्तित्रितयसम्पदुद्गतो यथारुचिप्रवर्त्तित-
षाड्गुण्यगोचरश्चापचक्रविक्रो-
डित इव गतः कलासु कौशलमनतिशयसुन्दरमतिमधुरचित्तगीतेरुत्पादयिता
कविरपरिमितगोहिरण्यभूमिप्र-
दानपुण्यकीर्त्तेरसमसमप्रतापोपनतसामन्तचक्रस्य सुगृहीतनाम्नो देवस्य **समतटेश्वर-श्रीजीवधारणरातभट्टा-**
रकस्य सूनुरुदितोदितकुलायामपरिमितप्रजाधारिण्यां साक्षादिव वसुन्धराया-
मग्रमहिष्यामुत्पन्नः श्रीबन्धुदेव्यां[12] प्रसादा-
तिशयसुमुखेन पित्रा स्वयमर्प्पिताधिराज्यः पितेव पालयिता[प]गतो[13] बुद्धिनिग्रहा-
दनभिमतप्राणनिग्रहे मनुरपर इ-
व परमकरुणाश्रयः कुलवसतिरिव सत्वसम्पदो जन्मभूमिरिव प्रियवचनजातस्य
गजतुरगसततपोडन-
क्षमोचितश्रमवलिततनुविभागरम्यत(द)र्शनः परमवैष्णवो(ऽ*)नेकप्राणिकोटी-
शतसहस्रजीवितस्य प्रदायकतया
परमकारुणिको मातापितृपादानुध्यातः **प्राप्तपञ्चमहाशब्दः समतटेश्वरः श्रीश्रीधारणरातदेवः** कुशली ।
पितृचरणशुश्रूषणैकशीलस्य विजितचक्षुरादिकरणारामतया[11] विनयस्येव मूर्ति-
मतो हस्त्यश्वप्रहरणविद्या-
भिरनुगतशब्दविद्यापा(प)रिश्रमस्यापयापितृपितामहाक्रमोचितप्रवयसः[15] श्री(श्रि)
येव नायकगुणसम्पदा स(सु)-
समापूर्यमाणसन्ततेराज्ञाशतप्रापिणो **युवराजप्राप्तपञ्चमहाशब्दश्रीबल-धारणरातभट्टारकस्य**
मुखेन स्फुटचित्तवल्गुभाषिणा समादिशतिस्म ॥ विज्ञापितम्महासन्धि-
विग्रहाधिकृतश्रीजयनाथेन यत्किञ्चि-

কৈলান তাম্রশাসনের (৩-১৮ লাইন)

ल्लोकद्वितयसुखनिवन्धनङ्कर्म्मं कर्त्तव्यमस्मादु(द)शैस्तन्नुर्व्वीम्प्रसा(दाद्*) देवपादा-
नामेतन्मूलत्वादाशयश्च विदितो वत्सलः पादी-
यो यथा जन्मशतमप्यनुग्रहीतुमिच्छति लोकमनुजीविनमतो वन्द(विज्ञा)प्यते
पादीयसंविधान(ं*) सव्यपेक्षणम्पुण्यक्रिया-
णान्तेनार्हसि भूम्यास्तोकया प्रसादङ्कर्त्तुन्तामहमवाप्य प्रीतप्रीतबुद्धिरपगतसा(सं)-
सारदोषनिर्मलस्यासंसक्तस्या-
पि संसक्तस्य जगति महाकरुणाया सर्वज्ञस्य **भगवतस्तथागतरत्नस्य** गन्ध-
धूपदीपमाल्यानुलेपनार्थन्तदुपदिष्ट-
मार्ग्गस्य धर्म्मस्य लेखनवाचनार्थमार्यसङ्घस्य च चीवरपिण्डपातादिविविधोपचारार्थ-
मधिगतविद्यानामपि ब्राह्मणार्या-
णाम्पञ्चमहायज्ञप्रवर्त्तनार्थं मातापित्रोरात्मनः पुत्त्रपौत्त्रसन्ततेर्जगतश्च पुण्योपच
यार्थम्वि(र्थं वि)भज्य प्र(द*)दामि (इ*)ति (।*) विज्ञापन-
यानया युक्ततरमावेदितमिति प्रसन्नमानसैः पञ्चविंशतिरस्माभिरस्य क्षेत्त्र(त्र)-
पाटकाः प्रसादीकृतास्ते यूयमस्मत्कटक-
शासनसनाथमारोप्य श्रीतापताम्रम्प्रयच्छत तानिति (।*) **पितृचरणप्रसादाद-**
वाप्तस्य समतटाद्यनेकदेशाधिराज्यस्याष्ट-
मे सम्ब(संव)त्सरे श्रावणमासस्य तिथौ सितसप्तम्यां श्रावितनिर्जाताया-
माज्ञायां सीमलिङ्गानि दातुं लिखिते विषयपतावधिकरणे च
तत्प्रतिलिखितकदर्शनेन भवन्ति सीमलिङ्गानि यत्त्र ॥ **गुमीनाटने खडोब्बालिका-**
[**वतुवापाटको** रखल्लाष्टदण्डाना]-

কৈলান তাম্রশাসনের প্রথম পিঠের (১৯-২৮) লাইন

म्प्रापिणामष्टादशानाम्पाटकानां सीमलिङ्गानि यत्त्र पूर्व्वेण **दशग्रामे** नायविङ्कि-
बिल्लभङ्गेन[16] नौपृ-
थ्वी श्रीक्षेत्त्रं निष्क्रान्तकप्रविष्टकभङ्गेन नौपृथ्वी श्रीडङ्केल्लनौस्थिरवेगा क्षेत्त्राणि
दक्षिणेन नौस्थिरवेगा प-
श्चिमेन **म्वि(द्वि)ष्खलिका नदी** उत्तरेणापि **द्विष्खलिका नदी** नायवङ्कि-
बिल्लश्च[17]॥ **निधानीखाडोब्बारङ्कु पोत्तके**[18] बप्प-

কৈলান তাম্রশাসনের দ্বিতীয় পিঠের প্রথম তিন লাইন

यशःप्रापिणां पञ्चानाम्पाटकानां **प्रथमखण्डे** पूर्व्वेण तोरदेशीयताम्रं दक्षिणेन
नौशिवभोगा पश्चिमेन
स्वताम्रं(म्रम्) उत्तरेणार्द्धत्रिकशतकुलपुत्रकानां क्षेत्रं **द्वितीये** पूर्व्वेण स्वताम्रं
दक्षिणेन दण्डजयसेनक्षेत्रं[19] प-
श्चिमे**नाड्गाङ्गा** उत्तरेणार्द्धत्रिकशतकुलपुत्रकानां क्षेत्रं ॥ **पटलायिकाकरल-**
कोटे(ऽ*)पि[20] बहिःक्षेत्रपाटक-
द्वयस्य पू(र्वे*)ण देवीम[ठताम्र म्प्रविष्टे नयुक्त?][21] वेलोश्वमपश्चिमालो सव्यजनेन
मित्रबलविहारताम्र-
मादित्यमण्डपो नौदण्डकश्च दक्षिणेन कश्चीरकपुष्करिणी नौदण्डकश्च पश्चिमेन
नौदण्डकः
प्रविश्य ईषद्वयजनेन गण्डिदेवमेटोश्वमपूर्व्वाली निष्कान्तकव्यजनेन वेन्धनादी-
(ना*) मल्लकर्म्म-
काराणां क्षेत्रं सव्यजनेन निष्क्रम्य महाकायस्थभास्करचन्द्रताम्रमुत्तरेण करल-
विहारनौ[दण्डकः क्षे ?]-[22]
त्रभ[ङ्गे]न च सव्यज(ने*)न श्रीतापसधनदेवक्षेत्रञ्चेति (।*) एवमवधृतसीमानः
पञ्चविंशतिपाटका इति पूरि-
ते महति भान(गे) विभज्य प्रतिपादिता इति गोर[वात] यस्य यस्य यदा
भूमिस्तस्य तस्य तदा फलमिति स्व[दानफ]-
लापेक्षयाप्यपरिलिखितैरिमे
दानानुमोदनविधैः [परि]पालनीया
— — ‿ — ‿ ‿ ‿ — ‿ ‿ — [विभावाः] (।*)[23]
श्लो-
का मुनेरपि पराशरवंशकेतो-
र्भाव्या(:*) सदा भुवनरक्षण [बन्धकर्त्रेति] [24] (॥*) 3
बहुभिर्व्वसुधा दत्ता राजभिस्सगार(गरा)दिभि(:*) (।*)
र्य(य)स्य यस्य यदाभूमिस्तस्य तस्य तदा फलं(लम्) ॥4

কৈলান তাম্রশাসনের দ্বিতীয় পিঠের (৪-১৫) লাইন

षष्टिम्व(ष्टिंव)र्ष सहस्राणि स्वर्गे मोदति भूमिद(:*) (।*)
आच्छेत्ता चानुमन्ता
च तान्येव नरके वसेत् ॥ 5
खदत्ताम्पर(द*)त्ताम्वा(त्तांवा) यो हरेत वसुन्धरां(राम्) ।
स विष्ठायां कृमिर्भूत्वा पितृभिस्सहपच्यते ॥ 6
विभागश्चायं भगवतो रत्नत्रयस्य रङ्कपोत्तकस्तत्तृार्द्धपाटको भित्तदस्य(।*)
खडोब्बालिका ब्राह्मणार्याणां भित्त-
दस्य तत्तृापि पञ्चपाटकाः करलकोट्टपाटकद्वयञ्च[25] (।*) भोक्तृणाम्ब्राह्मणानान्ना-
मानि पदानि च भट्टदिवाकर(:*) ।
तस्य पञ्चपदानि ॥ भट्टभवः प[26] ५ ॥ भट्टवत्सः प ५ ॥ वलीवर्द्दयशाः वृषभ-
यशास्तयोः प ५ ॥ भट्टभद्रः प ५ (॥*)
भट्टललितः प ५ ॥ नारायणः प ५ ॥ आलोकः प ५ ॥ वलीवर्द्दचन्द्रः प ३ ॥
चन्द्रस्वामिनः प २ ॥ साधारणघो-
षः प २ ॥ पशुपतेः प ५ ॥[27]

কৈলান তাম্রশাসনের দ্বিতীয় পিঠের (১৬-২১) লাইন

সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্যসূত্র

A. H. Dani, Indian Paleography, Clarendon Press, Oxford 1963

Ayub Khan, Rata Vamsera Kala Prasanga; Panditdera Dharana Paryalochona (Bengali), Pratnatattva, Vol. 10. June 2004, Department of Archaeology, Jahangirnagar University, Savar, Bangladesh

Cherry, J., 1983, 'Frogs around the pond: perspectives in current archaeological survey projects', in: Keller, D. & D. Rupp (eds.), Archaeological Survey in the Mediterranean Area (BAR International Series 155), Oxford.

Cherry, J. 2003, 'Archaeology beyond the site: regional survey and its future', in: Leventhal, R. & J. Papadopoulos (eds.), Theory and Practice in Mediterranean Archaeology: Old World and New World Perspectives, Los Angeles.

Chippindale, C., 1992. Grammars of archaeological design, in Representations in Archaeology, eds. Gardin, J-C. & Peebles, C.S.. Bloomington & Indianapolis (IN): Indiana University Press.

Duff, A.J., Clark, G.A. & Chadderdon, T.J., 1992. Symbolism in the early Paleolithic: a conceptual odyssey. Cambridge Archaeological Journal 2(2).

D. C. Sircar, The Kailan Copper plate Inscription of King Sridharana Rata of Samatata, Indian Historical Quarterly, September 1947.

D. C. Sircar, The Kailan Copper plate Inscription of King Sridharana Rata of Samatata, Indian Historical Quarterly, September 1947.

D.C. Sircar, Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization (II), Matilal Banarashidas, Delhi, 1983.

D.C. Sircar, *Indian Epigraphical Glossary*, published by Motilal Banarsidass Banglow Road, Jawhar Nagar, Delhi-7, India, 1967.

D. C. Sircar, *Samatater Rata Rajvamśa* (in Bengali), published to the Bengali journal Bharatavarsa, dvitiya khanda, (part-II), Baishakha, 1353 B.S. (1946).

D. C. Sircar, The Kailan Copper plate Inscription of King Sridharana Rata of Samatata, Indian Historical Quarterly, September 1947.

Flannery, K.V., 1976. *Contextual analysis of ritual paraphernalia from formative Oaxaca, in The Early Mesoamerican Village*, ed. K.V., Flannery. New York (NY): Academic Press.

Foley, R., 1981, 'Off-site archaeology: an alternative approach for the short-sited', in: Hodder, I., Isaac, G. & N. Hammond (eds.), Patterns of the Past: Studies in Honour of David Clarke, Cambridge.

Gallant, T., 1986, 'Background noise and site definition: a contribution to site methodology', in: JFieldA 13.

Given, M., 2003b, 'Mapping and Manuring: Can we compare sherd density figures?', in: Alcock, S. & J. Cherry, Side by Side Survey: Comparative Regional Studies in the Mediterranean World, Oxford.

Harunur Rashid, The Early History of South-East Bengal in the Light of Archaeological Material, Itihas Academy, Dhaka 2008.

Kalahana, Rajatarangini, IV, Verse 140-43

Terrenato, N., 2000, 'The visibility of sites and the interpretation of survey results: towards an analysis of incomplete distributions', in: Francovich, R., Patterson, H. & G. Barker (eds.), The Archaeology of Mediterranean Landscapes 5: Extracting Meaning from Ploughsoil Assemblages, Oxford.

Rhoads, James W. "Significant Sites and Non-Site Archaeology: A Case-Study from South-East Australia." World Archaeology, vol. 24, no. 2, 1992.

R.G. Basak, Tippera Copper Plate of Lokanatha, Epigraphia Indica, Vol. XV.

Shariful Islam, UDIŚVARA COPPER PLATE OF ŚRIDHARANARATA, Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.), Vol. 57(1), 2012.

S. N. Chakravarty: The development of the Bengali Scripts, Indian Historical Quarterly, Vol. IV, 1938

ভট্টাচার্য, ডি সি, নবাবিষ্কৃত রাত শাসন, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, (৫৩/৩-৪), কোলকাতা ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪১.৪৫

সমাদ্দার, আর. পি, *সমতটের প্রত্নলিপিমালা*, সেন্টার ফর আর্কিওলজি অ্যান্ড হেরিটের রিসার্স, ঢাকা, ২০১৮.